Transcript: Student Continuum Speakers

প্রতিলিপি: ছাত্র ধারাবাহিক বক্তা

Ryan Carty, Class of 2025: My goal in life is to become a filmmaker. With the rise of Covid-19, I believed the time at home would give me an opportunity to create. I yearned for a project that I controlled, with decisions I chose intentionally, such as different angles or where to make the right cuts. A unique project, made by me.

রায়ান কার্টি, 2025 এর ক্লাস: আমার জীবনের লক্ষ্য একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হওয়া। Covid-19 এর প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে, আমার বিশ্বাস জন্মায় বাড়িতে থাকার এই সময়টি আমাকে তৈরির সুযোগ দেবে। আমি নিজে কোন প্রকল্প করার জন্য আকুল ছিলাম, যেখানে আমি সিদ্ধান্ত নেব, যেমন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল কি হবে কোথায় সঠিক কাট হবে। আমার দ্বারা নির্মিত একটি অনন্য প্রকল্প।

Grace Nkrumah, Class of 2024: In January 2013, electricity was shut off at my home in Cape Verde. While I imagined classmates studying in a lap of luxury, I would study with a flashlight and candles. Due to that, I felt alienated and embarrassed. However, I had this internal motivation: studying and hard work were the only things I could do to change reality. So I said to myself, “Grace, you have no excuse not to fight for your future”.

গ্রেস নক্রুমা, 2024 এর ক্লাস: 2013 সালের জানুয়ারি মাসে কেপ ভার্দে আমার বাড়িতে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি যখন কল্পনা করছিলাম আমার সহপাঠিরা নিজেদের বিলাসবহুল পরিবেশে পড়াশোনা করছে আমি নিজে তখন টর্চলাইট এবং মোমবাতির আলোয় পড়াশোনা করছি। করছি। সে কারণে আমার নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও বিব্রত মনে হত। যাইহোক, আমার মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ প্রেরণা ছিল: বাস্তব পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে আমি কেবল পড়াশোনা ও কঠোর পরিশ্রম করতে পারি। তাই আমি নিজেকে বলেছিলাম, "গ্রেস, তোমার কাছে ভবিষ্যতের জন্য লড়াই না করার কোনও অজুহাত নেই"।

Laura E. Saint Victor, Class of 2023: On that fateful day, in January 2010, a 7.1 magnitude earthquake hit Haiti changing everyone’s lives including mine. Because of the devastation, my mom decided to move me and my sister to the United States. At the time, I was heartbroken about leaving the only home I’ve ever known. Little did I know that this move would help me find my path.

লরা ই. সেন্ট ভিক্টর, 2023 এর ক্লাস: সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনে, 2010 সালের জানুয়ারিতে, হাইতিতে 7.1 মাত্রার ভূমিকম্প হয় এবং তার কারণে আমার ও আরও সকলের জীবন পরিবর্তিত হয়। এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণে, আমার মা আমাকে এবং আমার বোনকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সময়ে, আমি আমার পরিচিত একমাত্র বাড়িটি ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুব মন খারাপ করেছিলাম। তখন আমি জানতাম না এই পদক্ষেপটি আমাকে আমার পথ সন্ধান করতে সহায়তা করবে।

Koyabi M. Nbiba, Class of 2020: During Summer Institute, we worked on our personal stories for the purpose of crafting exceptional elevator pitches. Recounting a story of a robbery that I had experienced as a child liberated me. I realized, If I could succinctly tell my story, then I might begin to set myself free.

কোয়াবি এম. নিবিবা, 2020 এর ক্লাস: গ্রীষ্মকালীন ইনস্টিটিউট চলাকালীন, আমরা আমাদের এলেভেটর পিচের কাজ করার উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যক্তিগত গল্পগুলির উপর কাজ করি। ছোটবেলায় ঘটা একটি ডাকাতির ঘটনা মনে করতে পরে আমি মুক্ত অনুভব করছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যদি আমি আমার গল্পটি বলতে পারি তবে আমি নিজে মুক্ত হতে পারব।

Anisha Lall, Class of 2019: Global thinker. American Indo-Caribbean. Film maven. Evolutionary empath. These are a few of my identities. Regardless of what yours consists of, your existence is powerful. Everyone's struggles and triumphs are stories worth telling and listening to.

আনিশা লাল, 2019 এর ক্লাস: বিশ্বব্যাপী চিন্তাবিদ। আমেরিকান ইন্দো-ক্যারিবিয়ান। ফিল্ম মাভেন। বিবর্তনীয় সহানুভূতিশীল। এগুলি আমার পরিচয় কয়েকটি। আপনার মধ্যে যা কিছু থাকুক না কেন পরিশেষে আপনার অস্তিত্ব শক্তিশালী। প্রত্যেকের সংগ্রাম এবং বিজয়ের কথা বলার এবং শোনার মতো গল্প।

Ryan Carty: Thanks to guidance from Stephanie at OppNet, I was accepted into an exciting summer opportunity: a filmmaking class at Syracuse University. My first week of class was perplexing. I believed that my classmates had prior skills, high-end cameras. I was a student from the ends of the city, got nothing but my Samsung phone and little optimism. How could I stand out?

রায়ান কার্টি: OppNet-এ স্টেফানির সহায়তার কারণে আমি একটি উত্তেজনাপূর্ণ গ্রীষ্মকালীন সুযোগে যোগদান করতে পারি: সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ক্লাস। এই ক্লাসের প্রথম সপ্তাহটি আমায় হতবাক করে দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার সহপাঠীদের কাছে আগের থেকেই অনেক বেশি দক্ষতা এবং অনেক ভালো ক্যামেরা আছে। আমি শহরের এক কোণের একজন ছাত্র, আমার কাছে একটি স্যামসুং ফোন এবং সামান্য আশাবাদ ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি কিভাবে নিজের আলাদা পরিচয় বানাবো?

Grace Nkrumah: Moving to the United States led to new obstacles but also new opportunities. Initially I could not speak English fluently at all. To improve my speaking skills, I went to after school tutoring and found opportunities to communicate. I knew that I could not allow self-doubt to take over anymore.

গ্রেস নক্রুমা: যুক্তরাষ্ট্রে আসার ফলে নতুন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে নতুন সুযোগও অনেক তৈরি হয়ছে। প্রথমদিকে আমি একেবারেই অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতাম না। কথা বলার দক্ষতা উন্নত করতে, আমি স্কুলে পর টিউটরিংয়ে গিয়েছিলাম এবং যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছি। আমি জানতাম যে আমি আর কখনও আত্ম-সন্দেহকে প্রশ্রয় দেবো না।

Laura E. Saint Victor: When I was 9 years old, my best friend's mother was diagnosed with lung cancer, which sparked my interest in oncology. Although I wasn't able to help her throughout her illness, I could become a surgical oncologist to help others.

লরা ই. সেন্ট ভিক্টর: যখন আমার ৭ বছর বয়স আমার সব থেকে ভালো বন্ধুর মায়ের ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পরে যার কারণে আমার অনকোলজির প্রতি আগ্রহ বাড়ে। যদিও আমি তাঁর অসুস্থতায় কোনো রকম সহায়তা করতে পারিনি, অন্যদের সাহায্য করার জন্য আমি একজন সার্জিকাল অনকোলজিস্ট হতে পারি।

Koyabi M. Nbiba: After Summer Institute, I left to continue my education at a boarding school. I pounced on the invitation to return to The Opportunity Network. There, I found an organization committed to helping students master their story. I realized the ways in which my global identity is important to my current and future goals. I also now feel inclined to bring my full self to the places I enter.

কোয়াবি এম. নিবিবা: সামার ইনস্টিটিউটের পরে, আমি একটি বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করতে চলে যাই। আমি Opportunity Network-এ ফিরে আসার নিমন্ত্রন সাগ্রহে গ্রহণ করি। আমি বুঝতে পেরেছি এই সংস্থাটি ছাত্রদের নিজদের গল্প আয়ত্তে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলির জন্য কিভাবে আমার বিশ্বব্যাপী পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ তা আমি উপলব্ধি করেছি। আমি বুঝতে পারি যে আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলির জন্য আমার বিশ্বব্যাপী পরিচয় কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি এখন যেখানেই যাই সেখানে নিজে সম্পূর্ণ রূপে যাওয়ার চেষ্টা করি।

Anisha Lall: My love for storytelling deepened in college where I took up leadership roles -- one being elected a senator in student government. As a senator, I would be the bullhorn that amplifies students' voices. This passion was tested when five peers and I sat in a room trying to figure out how to get the word out about the fraud our student body president engaged in.

আনিশা লাল: গল্প লেখার প্রতি আমার ভালবাসা কলেজে গভীর হয় যেখানে আমি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার দায়ত্ব নিই -- সেখানে ছাত্র সরকারে একজন সেনেটর নির্বাচিত হই আমি। সেনেটর হিসাবে আমি একটি বুলহর্নের ভূমিকা পালন করেছি যেখানে আমি শিক্ষার্থীদের কথা আরো জোরে বলি। এই আবেগটি পরীক্ষা করা হয়েছিল যখন আমি এবং পাঁচ জন সহকর্মী একটি ঘরে বসে আমাদের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি যে জালিয়াতির সাথে জড়িত সে সম্পর্কে কিভাবে প্রতিবাদ করা যায় তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছিলাম।

Ryan Carty: What I saw in my film were limitations, but my professor, he saw opportunities. I was baffled at first, but realized he was right. The imperfections of my camera and shaking hands were art. This camera was not held by a flashy director. I was the one directing the story. No one else.

রায়ান কার্টি: আমি আমার চলচ্চিত্রে শুধু সীমাবদ্ধতা দেখতাম কিন্তু আমার অধ্যাপক, তিনি সুযোগ দেখেছিলেন। আমি প্রথমে হতবাক হয়ে গেছিলাম, তবে বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি ঠিক। আমার ক্যামেরার অপূর্ণতা এবং হাত কাঁপানো শিল্প ছিল। এই ক্যামেরাটি কোন চটকদার পরিচালক ধরে ছিলেনা। আমিই এই গল্পটি পরিচালনা করছিলাম। অন্য কেউ নয়।

Grace Nkrumah: Through my experiences as an OppNet Fellow, I've become the powerful woman that I am today. I obtained a full scholarship to the Smith STEM pre-college program last year, where I learnt about microbiology. Inspired by my time at Smith, I also conducted a solo research project at my high school. My experiences have taught me that life can be like steel, it can crush me, be unbendable, but I can never let it break me.

গ্রেস নক্রুমা: OppNet ফেলো হিসাবে আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি আজ একজন শক্তিশালী মহিলা হয় ওঠতে পেরেছি। আমি গত বছর স্মিথ (Smith) এসটিইএম (STEM) প্রাক-কলেজ প্রোগ্রামে একটি সম্পূর্ণ বৃত্তি পেয়েছিলাম, যেখানে আমি মাইক্রোবায়োলজি সম্পর্কে শিখেছি। স্মিথে (Smith) কাটানো সময় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমি আমার উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি একক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেছি। আমার অভিজ্ঞতাগুলি আমাকে শিখিয়েছে যে জীবন স্টিলের মতো হতে পারে, এটি আমাকে চূর্ণ করতে পারে, কিন্তু আমার নিজেকে ভাঙতে দেওয়া চলবে না।

Laura E. Saint Victor: Last summer, I gained an internship at St John's Episcopal Hospital. By using the networking skills I learned at OppNet, I was able to receive a future shadowing opportunity with an oncologist. During my first year of college, I began prepping for medical school. I continued shadowing the oncologist and started searching for volunteer opportunities. After graduating from college, I plan on attending medical school at NYU.

লরা ই. সেন্ট ভিক্টর: গত গ্রীষ্মে, আমি সেন্ট জনস এপিস্কোপাল হাসপাতালে (St John's Episcopal Hospital) ইন্টার্নশিপ অর্জন করেছি। OppNet-এ শেখা নেটওয়ার্কিং দক্ষতা ব্যবহার করে, আমি ভবিষ্যতে অনকোলজিস্ট হয়ে ওঠার সুযোগটি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। কলেজের আমার প্রথম বছরে আমি মেডিকেল স্কুলের প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। আমি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের সাথে থেকে স্বেচ্ছাসেবীর সুযোগগুলি অনুসন্ধান করতে শুরু করি। কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করার পরে, আমি এনওয়াইইউতে (NYU) মেডিকেল স্কুলে পড়ার পরিকল্পনা করছি।

Koyabi M. Nbiba: A first generation college graduate, I am now writing a new chapter to my story. I recently began my career at a Fortune 500 company where I am product development analyst. While I have earned my spot in the spaces I occupy I recognize the immense support.

কোয়াবি এম. নিবিবা: আমি প্রথম প্রজন্মের কলেজ স্নাতক, আর এখন আমি আমার গল্পের একটি অধ্যায় লিখছি। আমি সম্প্রতি আমার কর্মজীবন একটি ফরচুন 500 কোম্পানিতে শুরু করেছি যেখানে আমি একজন পণ্য বিকাশ বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করি। আমি যে জায়গাগুলি দখল করেছি সে সমস্ত স্থান আমি নিজে অর্জন করেছি কিন্তু আমি স্বীকার করি যে অগাধ পরিমাণ সমর্থন পেয়েছি।

Anisha Lall: Through OppNet's support, I realized even if the six of us were the only ones standing, there's power in being the echoes of that bullhorn. It was in this process I learned it's crucial to hang on to the strength that allows you to tear down barriers. To take every stone people throw at you and build an empire with it.

আনিশা লাল: OppNet-এর সমর্থনের মাধ্যমে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা ছয় জনই কেবল দাঁড়িয়ে ছিলাম তবে সেই বুলহর্নের প্রতিধ্বনি হওয়ার শক্তি আছে। এই প্রক্রিয়াটিতেই আমি শিখেছি যে বাধা দমন করার শক্তি ধরে রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার দিকে নিক্ষেপ করা প্রতিটি পাথর একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

Ryan Carty: My name is Ryan Carty, high school senior, OppNet class of 2025, and I want to become a filmmaker.
রায়ান কার্টি: আমার নাম রায়ান কার্টি, 2025 সালের OppNet ফেলো, উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং আমি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হতে চাই।

Grace Nkrumah: My name is Grace Nkrumah, I am a rising freshman at the University of Rochester, and I am a living testimony to overcoming self-doubt.
গ্রেস নক্রুমা: আমার নাম গ্রেস নক্রুমা, আমি রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উদীয়মান নবীন এবং আত্ম-সন্দেহকে কাটিয়ে ওঠার একজন জীবন্ত সাক্ষ্য।

Laura E. Saint Victor: My name is Laura Saint-Victor and I am a rising sophomore at CUNY College of Staten Island. Though I started as a little girl from a small country who didn't know what she wanted to be in life, I am now a young adult who knows her purpose and is on the journey of fulfilling it.
লরা ই. সেন্ট ভিক্টর: আমার নাম লরা সেন্ট-ভিক্টর এবং আমি সিটিএনইওয়াই কলেজ অফ স্টেটেন আইল্যান্ডের (CUNY College of Staten Island) একজন উদীয়মান সোফমোর। যদিও আমি একটি ছোট্ট দেশের একটি ছোট মেয়ে হিসাবে শুরু করেছি যে জানত না সে জীবনে কি করতে চায়, কিন্তু এখন আমি একজন তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক যে নিজের উদ্দেশ্য জানে এবং অর্জন করার সঠিক রাস্তায় আছে।

Koyabi M. Nbiba: My name is Koyabi Nbiba and I am a graduate of the Bates class of 2020, and as I continue to shape my story, I vow to help others to do the same.
কোয়াবি এম. নিবিবা: আমার নাম কোয়াবি নিবিবা এবং আমি 2020 সালের বেটস (Bates) ক্লাসের স্নাতক, এবং আমি আমার গল্প রচনা করে চলেছি, অন্যদেরও একই কাজ করতে সহায়তা করার প্রতিজ্ঞা করি।

Anisha Lall: My name is Anisha Lall, I am a college graduate, a visionary leader, and when I become a producer and actress, I hope to be a conduit of your stories.
আনিশা লাল: আমার নাম আনিশা লাল, আমি কলেজ গ্রাজুয়েট, একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেত্রী, এবং যখন আমি প্রযোজক ও অভিনেত্রী হয়ে উঠব আমি আশা করি আপনাদের গল্পগুলি বলার একজন মাধ্যম হয় উঠতে পারব।